শতাব্দীর মৌলবাদী

এবারে প্রখ্যাত এবং বিশিষ্ট খাম্বাধারীদের দু'একটা অমৃত-বাণী শোনা যাক। বিশ্ব-মুসলিমের কল্যাণকামনায় এই সব মহাপুরুষ সাংঘাতিকভাবে উদ্বেলিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা বিস্তর মাথা ঘামিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে "অধঃপতন" থেকে রক্ষা করতে কিছু মহা-গুরুত্বপুর্ণ পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভক্তিবিগলিত নতমস্তকে এই সব পথ না মানলে আপনি তাঁদের গর্জন আর হুংকারের শিকার, সটান মুরতাদ। আর আপনি যতই পরহেজগার হন না কেন আর যতই সে কোরাণের খেলাফ হোক না কেন, মুরতাদ হলেই কিন্তু আল্লা-রসুলের নামে আপনার গর্দানে টান পড়বে।

পাঠক! ইহাকে আস্পর্ধা বলে। ইসলামী-দুনিয়ায় সর্বপ্রকার আস্পর্ধার মধ্যে আল্লার নামে শয়তানের ডান্ডা ঘোরানোটা সর্বনিকৃষ্ট স্পর্ধিত চিটিংবাজী। আল্লা-রসুল কোনদিন কাউকে এই অধিকার দেয় নি। এই করেই তাঁহারা ইসলামের তেশটি মারিয়াছেন, এই কারণেই এই নাগিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা প্রতিটি শান্তিকামী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এইসব "ইসলামের মালিকরা" নিজেদের "আল্লার প্রতিনিধি" হিসেবে পোজ করে, দেখায়। কিন্তু ইসলামের এই ভুঁইফোঁড় দালালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই দিব্যদৃষ্ট নজরুল আমাদের সাহস দিয়ে গেছেন এই বলেঃ- "তাহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়!"।

খোদার এইসব খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারীরা ক্কি চলন চলেন তা দুনিয়া ভালই দেখেছে। তাঁরা কি বলন বলেন সেটা এখন তাঁদের মুখ থেকেই দেখা যাক । দলের চাঁইগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

১। হাসান বান্না-র "What is our message"? থেকেঃ- "যাহা ইতিমধ্যেই বিপথগামী হইয়াছে, সেই মানবতাকে সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব কোরাণ দিয়াছে মুসলমানদিগকে। কাজেই বিশ্ব-মানবতাকে নেতৃত্ব ও নির্দেশ দিবার দায়িত্ব মুসলমানের উপর, পশ্চিমের (ইউরোপ-অ্যামেরিকার) নহে"। দেখুন নেতার কান্ড! খায়েশ বটে! দুনিয়া আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোথায় চলে গেছে, কিন্তু সারা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম-বিরোধী রাজতন্ত্র, অন্যান্য মুসলিম দেশে অশিক্ষা-কুশিক্ষা সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, নিজেরা একটা সুঁচ আবিস্কার করতে পারেন না, আর জামাত দিয়ে এঁরা বিশ্ব-নেতৃত্ব দেবেন!

২। সাইদ কুতুবের "Islam, The Religion of the Future" বই থেকেঃ- ইহার (ইসলামে বিশ্বাসের) সুস্পষ্ট এবং মৌলিক প্রতিষ্ঠান, আইন এবং প্রক্রিয়াগুলিকে জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ না করিয়া ইহার আনুষ্ঠানিকতাগুলিকে যাহারা পালন করে, তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের ওয়াদা দানকারী ধর্ম বলিয়া ইহাকে মানা যায় না"।

"জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ"-টা জামাতের একেবারে জানের জান প্রিয় শ্লোগান। আসলে সেটা যে কি জিনিস, কিভাবে জামাত তার বিকৃত ও বিক্রিত ব্যাখ্যা করে তা খুবই গুরুত্বপুর্ণ, আলাদাভাবে তা আলোচনা করার আশা রাখি।

****

এবারে আমাদের মওলানা মৌদুদি। আধুনিক রাজনৈতিক ইসলামের জন্মদাতা, বাংলাদেশ জামাত এঁরই ধ্যান ধারণা বয়ে বেড়াচ্ছে, এই বিষ জানপ্রাণ দিয়ে "প্রতিষ্ঠা" করার অপচেষ্টা করছে আমাদের প্রিয় মাতৃভুমিতে। সফল তো সে হবে-ই না আগামী তিরিশ লক্ষ বছরে (এ সংখ্যাটা শুনলেই জামাতের চুল খাড়া হয়ে যায়) কিন্তু তার এই অপচেষ্টায় মানুষের প্রাণ যাবে, দেশে অনর্থ হবে, অগ্রগতি ব্যাহত হবে আর পাকিস্তানের ধামাধরা ইসলামোন্মাদ জাতি হিসেবে দেশের ভাবমূর্তি "উজ্জ্বল" হবে। কেন সে সফল হবে না তার ম্যালা কারণ আছে, সমাজ-বিজ্ঞানীরা নানাভাবে তা বিশ্লেষন করেছেন। যাক, এবার দেখা যাক কিভাবে কোরাণ-হাদিসের কথা পেঁচিয়ে দশচক্রে ভগবান ভুত করেছেন এই তুরন্ত মৌলবাদী। কথাগুলো তাঁর শুনতে অতিব চমৎকার, কিন্তু তলিয়ে দেখুন অন্যান্য দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখুন তাঁর প্রায় প্রতিটি কথায় কি রকম মারাত্মক গোলমাল আছে, আত্মপ্রতারণা আত্মদ্বন্দ্ব আছে, কিভাবে তিনি দুনিয়ার সব মুসলমানকে তাঁর নিজের ধাঁচে ফেলতে চান এবং তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার বাইরে সবাইকে অমুসলমান বলেন। প্রমান? অনেক প্রমানের এক প্রমান তাঁর ১৯৩৮ সালে বানানো দারুল ইসলাম-এর গঠনতন্ত্রঃ- "এই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতির উপর (অর্থাৎ ইসলাম সম্বন্ধে মৌদুদির নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপরে) যাহারা ইমান রাখে শুধু তাহাদিগকে বলে মুসলমান"। খেয়াল করুন "শুধু" শব্দটা, অর্থাৎ "তাহার বাহিরে" আমরা সবাই অমুসলমান।

ইহাকেই হিংস্রতা বলে, এবং আস্পর্ধা বলে হুজুর। আপনি কি নবী না রসুল? মুসলমানের আত্মার ওপরে সিদ্ধান্ত নেবার এতবড় স্পর্ধিত অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় তার সিদ্ধান্ত কে করবে, আপনি না আল্লাহ? মতে মিলছে না বলে আপনাকে কেউ কাফের মুরতাদ ঘোষনা করলে কেমন লাগবে আপনার?

আশ্চর্য্য!

না, এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য মওলানা বেঁচে নেই। আর, সে ধরণের ঘোষনা চাই-ও না আমরা। খোদার ওপরে এভাবে কেউ যেন এভাবে খোদকারী না করে, কে মুসলমান আর কে নয় তার এখতিয়ার আলীমুল গায়েবের জন্যই তোলা থাক। এবার আসা যাক দলিলে।

৩। "CALL TO JIHAD": বই থেকেঃ- " একজন মুসলমান যতক্ষন মুক্ত থাকে ততক্ষনই ইসলামী জীবন যাপন করিতে পারে। প্রথমেই একটি সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা ইসলামী আইন প্রয়োগ ও নিজেদের জীবনকে স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী পালন করিতে পারে"।

কুয়াশার মত কিঞ্চিৎ ধোঁয়াটে কিঞ্চিৎ বায়বীয় রয়ে গেল না কথাটা? "মুক্ত" কথাটার মানে কি? "মুক্ত" না হলে ইসলামী জীবন যাপন করা যাবে না, তাহলে আমাদের মাথার মুকুট, আমাদের শত শত হজরত শাহ জালালেরা, শাহ মাখদুমরা, বায়েজীদ বোস্তামী-শাহ পরাণের দল তো আপনার "সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্রে" বাস করেন নি হুজুর!

গত হাজার বছরে মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া- বাংলার কোটি কোটি মুসলমানও কোন ‘‘সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্রে’’ জীবন কাটান নি, আমাদের বাবা-মা-ও কাটান নি। আপনার ভাষায় ওঁরা কেউ ‘‘মুক্ত’’ ছিলেন না, ওঁদের সবাইকে জেলখানায় পুরে রাখা হয়েছিল, তাই না? তাহলে ওঁদের কেউই ইসলামী জীবন যাপন করেন নি, তাই না হুজুর? হাঃ! এই অবাস্তব চিত্রের ঠকবাজী আপনার কেন দরকার হল সে কথা থাক। বরং আখেরে আখেরাত নামে যে বস্তুটি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, সেখানে আমাদের সুফিদের সামনে, দুনিয়ার অগণিত অরাজনৈতিক মুসলমানের সামনে স্রষ্টার কাছে কি জবাব দেবেন?

৪। **“JIHAD IN ISLAM”** বই থেকেঃ-

(ক) ‘‘ইসলামি নয় এমন সরকারের কর্তৃত্বের আওতায় মুসলমানের পক্ষে ইসলামি জীবন যাপনে সফল হওয়া অসম্ভব’’।

চমৎকার! সারা দুনিয়ার মুসলমানেরা তাহলে অনৈসলামিক জীবন যাপন করে এসেছেন চিরকাল! কারণ খেলাফতের নামে রাজা-রাজা খেলাটাও নবীজী দিয়ে যান নি, আর দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো তো খেলাফতই নয়। কিন্তু বিশ্বাসী, শান্তি-প্রিয় এবং ধার্মিক মুসলমানে ভরা ছিল পৃথিবী চিরকাল। হুজুর, ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কর্তৃত্বের আওতায় ইসলামি জীবন যাপনে সফল হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব তো হবেই, কারণ আপনার চোখে ঠুলি পরা আছে। কিন্তু বিশ্বাসী, শান্তি-প্রিয় এবং ধার্মিক মুসলমানদের পক্ষে এটা খুবই সম্ভব। কিভাবে সম্ভব, তা বুঝতে পারাটাই বরং আপনার পক্ষে অসম্ভব হুজুর।

(খ) ‘‘মুসলিম পার্টি অবশ্যই অন্য দেশের লোকদের প্রতি ইসলাম গ্রহনের আহ্বান জানাইবে। ইহা ছাড়াও যদি মুসলিম পার্টির হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকে তবে সে (দুনিয়ার) অমুসলিম সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করিবে এবং সেস্থলে ইসলামি সরকার স্থাপন করিবে’’।

ওয়াহ্ ওয়াহ্, কেয়া বাত, কেয়া বাত! এই না হলে নবীজীর মদিনা-চার্টার, হোদায়বিয়ার শান্তিচুক্তির অনুসারী! এই না হলে ইসলামের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান? তাহলে হুজুর, আপনার কথা মত ‘‘ইহুদী-খ্রিষ্টান পার্টির হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকিলে সে মুসলিম সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া সেস্থলে ইহুদী-খ্রিষ্টান সরকার স্থাপন করুক’’? ইসরাইল এখন দখল করুক ফিলিস্তিন? বুশ-ব্লেয়ার তাহলে বোমা মেরে উড়িয়ে দিক কাবাঘর, মসজিদে নববী আর দখল করে নিক মক্কা-মদিনা? নিদেনপক্ষে, ভারত দখল করে নিক আমাদের দেশ? না কি, কুকামটি আমরা করিলে ঠিক আছে, উহারা করিলে ঠিক নাই? কি সাংঘাতিক অসৎ আর আত্মঘাতি দর্শন আপনার হুজুর!

(গ) ‘‘নবীজী ইসলাম গ্রহনের জন্য আশে পাশের দেশগুলিতে আমন্ত্রন পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসকগন এই আমন্ত্রন গ্রহন করিতে অস্বীকার করিল, নবীজী তখন তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমনের ব্যবস্থা করিলেন’’।

সাব্বাশ, মহা সাব্বাশ্ !! হুবহু ঠিক এই কথাটাই তো বার বার বলে চলেছে ‘‘ইসলামের শত্রুরা’’! নানা রকম ‘‘প্রমাণ’’ দিয়ে তারা দেখাচ্ছে আমাদের নবীজী ছিলেন

একজন নৃশংস আক্রমণকারী, মদিনায় গিয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি আক্রমণের পর আক্রমণ করে খুন-জখম গণহত্যা করে সারা আরব দখল করে নিলেন। হায় হায়, “ইসলামের এই শত্রু”দের এভাবে সমর্থন করে কেন আমাদের পিঠে এমিন ছুরি মারলেন হুজুর? এ যে বড়ই মীরজাফরি করলেন! কোথায় “রহমতুলল্লিল আল্ আমিন”, আর কোথায় এই “নৃসংশ আক্রমণকারী”! কিসের লোভে নবীজীকে এমন রক্তপিপাসু দানব দেখালেন হুজুর? এখন বুঝতে পারছি, নবীজী কেন বলেছিলেন দুনিয়ার বেশীর ভাগ মওলানা দোজখে যাবে।

(ঘ) “ইসলামি জিহাদ রাষ্ট্র-পরিচালনায় অমুসলিমদের অধিকারকে স্বীকার করে না”।
(ঙ) এই লোকগুলি (অর্থাৎ জামাতিরা) যাহারা ধর্মের বিস্তারকারী, তাহারা ধর্ম-প্রচারকারী বা মিশনারী নহে। তাহারা বরং আল্লাহ'র কার্য্যনির্বাহী (functionaries)। তাহাদের দায়িত্ব হইল শক্তির দ্বারা দুনিয়া হইতে অত্যাচার, নষ্টামি, সংঘর্ষ, অনৈতিকতা, স্বৈরাচারী এবং শোষন উচ্ছেদ করা”।

চালাকিটা দেখেছেন, পাঠক? এখানে এসেই আল্লাহ'র এই তথাকথিত “কার্য্যনির্বাহী”রা খুব চালাকির সাথে নাফরমানী করলেন আল্ কোরাণের অনেক আয়াত। একটা উদাহরণ,-সুরা আল্ গাসিয়াহ, আয়াত ২২, -“আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন”। দুনিয়ায় কোনটা অত্যাচার, নষ্টামি, ঝগড়াবিবাদ, অনৈতিকতা, স্বৈরাচার এবং বেআইনী শোষন সেটা ঠিক করবেন কিন্তু শুধু জামাতিরাই। তারপর তাঁরাই সেগুলো “উচ্ছেদ” করবেন। অর্থাৎ বাদীও তাঁরা, জজসাহেবও তাঁরাই আর পুলিশও শুধু তাঁরাই। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে এমন প্রকান্ড পিছলামি কোর্ট দ্বিতিয়টি আছে কোথাও? এ যে বিশ্ব-মুসলিমকে পিছলামি কোর্ট দিয়ে হাইকোর্ট দেখানো! একেবারে পরের পিছলামিটাও দেখুন।

৫। **HUMAN RIGHTS IN ISLAM** বই থেকেঃ- “যদিও ইসলামি রাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, কিন্তু মানবাধিকার ও সুবিধাগুলিকে ইসলাম শুধু ইহার সীমানার ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে রাজী নহে”।

চালাকিটা দেখেছেন, পাঠক? দুনিয়ামময় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আসলে তাঁর মনের কথা! কিন্তু সেটা মুখে উচ্চারণ করে বললে তো বেজায় পিছলামি শোনায়, তাই প্রথম কথাটার পরে দ্বিতিয় কথা, “মানবাধিকার ও সুবিধাগুলিকে ইসলাম শুধু ইহার সীমানার ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে রাজী নহে” - মানেই হল ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য দেশেও কায়েম করতে হবে।

৬। **ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION** বই থেকেঃ-

(ক) রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইসলাম (ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র, theocracy হিসাবে) ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিরোধী তত্ত্ব।
(খ) জিম্মিরা (অমুসলিম নাগরিকরা) দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে পারিবে না।
(গ) যাহারা ইসলামের দর্শনকে গ্রহন না করে তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হইতে পারিবে না।

৭। **A SHORT HISTORY OF THE REVIVALIST MOVEMENT IN ISLAM** - বই থেকেঃ-

(ক) ইসলামি সরকারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন জায়গা নাই।
(খ) নাচ, গান এবং চিত্রাংকন চরম অনৈসলামিক হওয়া সত্বেও তাহাদের নিকট উৎসাহ পাইয়াছে যাহদিগকে এই কুৎসিত শিল্পগুলি নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। (মৌদুদির এখনে মুসলিম খলিফাদের কথা বলছেন, তাঁর দিল-এ খুবই চোট লেগেছে কারণ খলিফাদের দরবারে নাচ, গান ও চিত্রাংকন হত। চান্স পেলেই জামাত ওগুলো উচ্ছেদ করে দেবে - যেমন আফগানিস্তানে মেয়েদের টেলিভিশনে গান গাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে জানুয়ারি ২০০৪-এর মাঝামাঝি)।

(গ) তাঁহার বই তাফহিমাত-এ ইলায়হিয়াহ-এ শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলিয়াছেন যে পরিস্থিতি চাহিলে তিনি অস্ত্র দ্বারা সমাজ পরিবর্তন করিবেন। (মানবকল্যাণের আদর্শ বটে! "তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচা" -(নজরুল) তো নয়, তলোয়ার জিনিসটা শুধু খুন খারাপির জন্যই। খুন-খারাপি দ্বারা সমাজের মঙ্গলসাধন! সাব্বাশ্ !)

৮। THE PROCESS OF ISLAMIC REVOLUTION - বই থেকেঃ-

(ক) মানুষ যে একটি স্বাধীন সত্ত্বা এবং তাহার ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে চলিতে সক্ষম, ইহা মূর্খের অভিমত মাত্র।
(খ) কোন একটি উদাহরণ আপনি দেখাইতে পারেন যেখানে তরোয়াল দ্বারা মানুষের নৈতিকতায় এমন সম্পুর্ণ বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে?

অর্থাৎ দেড় হাজার বছর আগে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান মৌদুদি। আবার বলছি, - "তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচা" তো নয়, তলোয়ার জিনিসটা শুধু খুন খারাপির জন্যই। মানুষ খুন করে নৈতিক বিপ্লব? না কি শুধু দানবের অনৈতিক বিপ্লব?

৯। **THE ISLAMIC MOVEMENT, DYNAMICS OF VALUES, POWER AND CHANGE** - বই থেকেঃ-

(ক) এই লক্ষ্য (সামাজিক মুল্যবোধ) ততদিন অর্জিত হইবে না যতদিন সমাজের ক্ষমতা অবিশ্বাসী শাসকের হাতে থাকিবে, অথবা যতদিন ইসলামের অনুসারীরা আরাধনার আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ থাকিবেন যেইগুলি ওই শাসকদের ঐচ্ছিক অনুমোদন ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল।

(খ) ন্যায়পরায়ণ লোকের হাতে (রাষ্ট্র)-ক্ষমতা অর্জন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এই কর্তব্যে অবহেলা করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনই উপায় নাই।

তাই? আ-হা-হা! আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়টা কি আল্লাহ শুধু তাঁকেই বলে গেছেন? না কি রাজনৈতিক ইসলামের ঘোর বিরোধী ইসলামি দার্শনকদেরও এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে? কি বলেছেন মওলানা মদনী? মওলানা নোমান? বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসর ফজলুর রহমান? মওলানা কেফায়তুল্লাহ? মওলানা চিরাগ আলি? ডঃ সাচেদিনা? ডঃ মায়মুল খান? ডঃ ইশতিয়াক? ডঃ তাজ হাশমী? মোহাম্মদ আসাদ? আর আল্ কোরাণ শেখানো ওই সব ইসলামি ওয়েব সাইট?

না, শুধু মৌদুদি-ই জানেন ইসলামের নিগুঢ় গোপন রহস্য। তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বিশ্ব-মুসলিমকে জানিয়েছেন তিন-তাগুত (বাতিল) সম্বন্ধে তাঁর অমর সিদ্ধান্ত, (১) ধর্মনিরপেক্ষতা, কারণ ওটা নাকি ধর্মহীনতা, (২) আঞ্চলিক জাতিয়তাবাদ, এবং (৩) (পশ্চিমা) গণতন্ত্র - (১০ মে, ১৯৪৭ তারিখে পাঠানকোটে দেয়া বক্তৃতা)। পরের দু'টো নাকি শির্‌ক্। উন্মাদ আর বলে কাকে। আঞ্চলিক জাতিয়তাবাদ আর গণতন্ত্র নাকি আল্লার সাথে আরাধনায় অংশীদার করা! আরাধনা কথাটার অর্থ বুঝলে এ হেন প্রলাপ বকতেন না শতাব্দীর এই মৌলবাদী।

এ হেন পাক্কা মুসলমান শেষ বয়সে চিকিৎসার জন্য কিন্তু বিদ্যুৎবেগে তাগুত-এর কোলে ছুটে এসে আশ্রয় নিতে ভোলেন নি। চিকিৎসা এবং মৃত্যু দু'টোর জন্যই বাতিল অ্যামেরিকান হাসপাতালের দরজায় হাত পাততে হয়েছিল তাঁকে। গরজ বড়ই বালাই। এত বছরের এত যে তাগুতের বক্তৃতা দিলেন, পশ্চিমকে চীৎকার করে কি অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন, শেষে এসে কি করলেন? নির্লজ্জভাবে ওই পশ্চিমের কাছেই করজোড়ে হাত পাতলেন। চিরকালের ওই বাতিল তখন তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা সে দেয় নি, সে তাঁকে দিয়েছে চিকিৎসা, ওষুধ, পথ্য, যত্ন-আত্তি আর শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়।

আমি জানতে চাই পিছলামি ডিকশনারীতে "কৃতজ্ঞতা" আর "লজ্জা" শব্দ দু'টো আছে কি না।